দৈনিক
ইনকিলাব

তারিখ AUG. 10 2006
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

জাতীয় টেলিভিশন স্কুল বিতর্ক প্রতিযোগিতা

১০ বছর ধরে প্রধানমন্ত্রীর গোল্ডকাপ পুরস্কার স্থগিত : কবে মিলবে বিজয়ীদের পুরস্কার

কামরুল হাসান দর্পণ

প্রায় ১০ বছর ধরে বিটিভির জনপ্রিয় শিক্ষামূলক অনুষ্ঠান জাতীয় টেলিভিশন স্কুল বিতর্ক প্রতিযোগিতার প্রধানমন্ত্রীর গোল্ডকাপ প্রদান অনুষ্ঠান স্থগিত হয়ে আছে। কেন ও কি কারণে অনুষ্ঠানটি স্থগিত হয়ে আছে, এ ব্যাপারে বিটিভি কর্তৃপক্ষের ব্যাখ্যা হচ্ছে- ঘন ঘন ডিজি পরিবর্তন অনুষ্ঠানটির স্থগিত হয়ে থাকার অন্যতম কারণ। এ পর্যন্ত কোনো ডিজিই বেশী দিন পদটিতে থাকতে পারেননি। স্থির হওয়ার আগেই তাকে বিদায় নিতে হয়েছে। ফলে বিষয়টির দিকে কেউই নজর দিতে পারেননি। এ ব্যাপারে বিটিভির একজন উর্ধ্বতন কর্মকর্তা বলেন, খুব শীঘ্রই বিগত দুই বছরের প্রধানমন্ত্রী গোল্ডকাপ পুরস্কার প্রদানের ব্যবস্থা নেয়া হবে। বিষয়টি নিয়ে আমরা চিন্তা-ভাবনা করছি। দশ বছরের নয় কেন? প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, যেহেতু প্রতিযোগিতায় স্কুলের ছোট ছোট ছেলে-মেয়ে অংশগ্রহণ করে, তাই দশ বছর আগে যারা চ্যাম্পিয়ন হয়েছিল তারা এখন বড় হয়ে গেছে। তাদের হাতে পুরস্কার তুলে দিলে বেমানান মনে হবে। আবার এদের কেউ কেউ বিদেশ চলে গিয়েছে। তবে স্কুলের প্রধানের হাতে তাদের পুরস্কারটি তুলে দেয়া যায় কিনা, এ নিয়ে চিন্তা-ভাবনা চলছে। আর দশ বছরের পুরস্কার দেয়ার জন্য প্রায় দুই ঘন্টার একটি অনুষ্ঠান করতে হবে। প্রধানমন্ত্রীকে এই দীর্ঘ সময় অনুষ্ঠানে ধরে রাখা শোভন হবে না। তাই দুই বছরের পুরস্কার দেয়ার চিন্তা-ভাবনা করা হচ্ছে। তিনি বলেন, সবকিছুই ঠিক হয়ে আছে। এমনকি গোল্ডকাপ নির্মাণ করে তা রেখে দেয়াও হয়েছে। এদিকে বিটিভির একটি সূত্র জানায়, গোল্ডকাপ প্রদানের জন্য ইতোমধ্যে বেশ কয়েকবার প্রধানমন্ত্রীর দপ্তর থেকে পুরস্কৃতদের তালিকা চাওয়া হয়। যার পরিপ্রেক্ষিতে গত বছর বিটিভির মহাপরিচালকসহ উর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের কয়েকটি জরুরী মিটিং হয়। মিটিংয়ে সিদ্ধান্ত হয়, পুরস্কার প্রাপ্তদের চিঠি দিয়ে পুরস্কার প্রদানের তারিখ জানানো হবে। কিন্তু

অনুষ্ঠানের নির্দেশক হাসান আহমেদ চৌধুরী কিরণের সঙ্গে যোগাযোগ করলে তি... বলেন, বিটিভির জনপ্রিয় এ অনুষ্ঠানটি যত দ্রুত করা যায়, ততই মঙ্গল। কা... প্রতিযোগিতায় যেসব প্রতিযোগী চ্যাম্পিয়ন হয়েছে, স্বাভাবিকভাবেই চাই... প্রধানমন্ত্রীর হাত থেকে তাদের পুরস্কার নিতে। এটা তাদের জন্য গর্বের বিষয়। ত... চ্যাম্পিয়ন হয়ে পুরস্কার না পেলে কার ভাল লাগবে! একজন চ্যাম্পিয়ন হলো, অ... পুরস্কার পেল না- এটা নিশ্চিতভাবেই হতাশা... পরবর্তীতে প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করতে তার ত... আগ্রহ থাকবে না। কাজেই প্রধানমন্ত্রীর গোল্ডক... প্রতিযোগীদের হাতে দ্রুত তুলে দেয়া উচিত।

এদিকে বাংলাদেশে বিতর্ক প্রতিযোগিতার মতো একটি গঠনমূলক অনুষ্ঠান প্রথম শু... তাগিদ দেন শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান। তার একান্ত ইচ্ছার কারণে বিটি... ১৯৭৬ সালে কলেজ বিশ্ববিদ্যাল... ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য 'যুক্তিতর্ক' না... প্রথম বিতর্ক প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠা... আয়োজন করে। এই ধারাবাহিকত... ১৯৯১ সালে তৎকালীন ও বর্তম... প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়... উৎসাহে বিতর্ক প্রতিযোগিতায় স্কু... শিক্ষার্থীদের সম্পৃক্ত করে বিটিভি ... করে 'জাতীয় টেলিভিশন স্কুল বিত... প্রতিযোগিতা। ন্যাশনাল ডিবে... ফেডারেশনের মডারেটর ও ডিবেট ফ... ডেমোক্রেসির চেয়ারম্যান হাস... আহমেদ চৌধুরী কিরণের প্রস্তুনা... পরিকল্পনায় ব্যাপক সমাদৃত ও জনপ্রি... এ অনুষ্ঠানটির জন্য ১৯৯২ সা... প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া স্কু... পর্যায়ে শ্রেষ্ঠ তার্কিক দলের জ... 'প্রধানমন্ত্রী গোল্ডকাপ' ঘোষণা করে... যা তিনি সর্বশেষ ১৯৯৫ সালের ১... ডিসেম্বর বিটিভিতে উপস্থিত হ... তার্কিকদের হাতে তুলে দেন। তার... থেকে ১০ বছর পার হয়ে গেলেও অ... প্রদান করা হয়নি। অথচ চ্যাম্পিয়ন-রানার আপ দলসহ অন্যান্য সেরা তার্কিকদে... পুরস্কার বিটিভিতে সংরক্ষিত আছে। গত ৯ জুলাই সর্বশেষ প্রতিযোগিতায় চ্যাম্পিয়... হয় ভিকারুন নিসা নূন স্কুল। রানার আপ হয় শহীদ বীর উত্তম লেঃ আনোয়ার গার্ল... স্কুল ও তৃতীয় হয় মতিঝিল সরকারী বালক উচ্চ বিদ্যালয়। কাজেই পুরস্কারপ্রাপ্তদে...

১৯৯৫ থেকে যেসব প্রতিষ্ঠান ও প্রতিযোগী পুরস্কার পাওয়ার অপেক্ষায়

১৯৯৫ঃ চ্যাম্পিয়ন- হলিক্রস উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়। প্রতিযোগী ঃ নবনীতা চৌধুরী, শারমিন খান ও নুজহাত মাহজাবীন। রানার আপ- মতিঝিল সরকারী বালক উচ্চ বিদ্যালয়। প্রতিযোগী ঃ অয়ন কাইয়ুম, শাহরিয়ার করিম ভূঁইয়া ও খন্দকার সামী মোঃ ইকরাম। ১৯৯৭ ঃ চ্যাম্পিয়ন- রংপুর জিলা স্কুল। প্রতিযোগী ঃ ইমতিয়াজ রাব্বী খান, সাব্বির আহমেদ ও এ কে এম তৌহিদুল ইসলাম। রানার আপ ঃ রংপুর সরকারী বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়। প্রতিযোগী ঃ আকলিমা সুলতানা, মাফরুহা আফরীন ও শামীম আরা শিমুল। ১৯৯৮ ঃ চ্যাম্পিয়ন- কক্সবাজার প্রি-ক্যাডেট মডেল হাই স্কুল। প্রতিযোগী ঃ সোমা চক্রবর্তী, জান্নাতুল নঈম ও হাসনা হুরাইন। রানার আপ- বিএএফ শাহীন কলেজ, ঢাকা। প্রতিযোগী ঃ মাসরুম বিনতে শহীদ, মাহমুদুল হাসান ও সিনহা মোঃ রাশেদ খান। ২০০০ ঃ চ্যাম্পিয়ন ঃ বিএএফ শাহীন কলেজ। প্রতিযোগী ঃ আসমা তাসনিম খান, শেখ তাহমিদ হাসান ও শাহজাবিন আলমগীর। রানার আপ ঃ ডাঃ খাস্তগীর সরকারী বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়, চট্টগ্রাম। প্রতিযোগী ঃ জিনিয়া আক্তার, দুরদানা রহমান ও সুস্মিতা চৌধুরী। ২০০২ ঃ চ্যাম্পিয়ন- ঢাকা রেসিডেন্সিয়াল মডেল কলেজ। প্রতিযোগী ঃ ফজলে রাব্বী, ইফতেখার-উল-করিম ও রকিবুল হাসান। রানার আপ- মতিঝিল সরকারী বালক উচ্চ বিদ্যালয়। প্রতিযোগী ঃ সাঈদ তাসনিম মাহমুদ, আব্দুল্লাহ মোবিন চৌধুরী ও মোঃ রেজাউর রহমান। ২০০৪ ঃ চ্যাম্পিয়ন- ভিকারুন নিসা নূন স্কুল এন্ড কলেজ। প্রতিযোগী ঃ নূরেন ফাইজা আনিষা, তাসনুভা তাসনিম বৈশাখী ও মোশফেকা করিম। রানার আপ- রংপুর ক্যাডেট কলেজ। প্রতিযোগী ঃ শরীফ, গালিব ও ইয়াহিয়া।